সর্বজনীন মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা পুস্তিকা

সব মানুষের সম-অধিকার
সর্বজনীন মানবাধিকার

সর্বজনীন মানবাধিকার বিষয়ক পুস্তিকা

সব মানুষের সম-অধিকার
সর্বজনীন মানবাধিকার

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
কম্পোনেন্ট- আরএফএলডিসি/ ডানিডা

এই পুস্তিকা থেকে আগ্রহী পাঠক নিম্নোক্ত বিষয়ে জানতে পারবেন:

- সর্বজনীন মানবাধিকার কী?
- মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র কে কখন গ্রহণ করে?
- মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে কী কী অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের সংবিধানে এইসব অধিকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?
- মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র কিভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং কারা বাস্তবায়ন করবে?
- সর্বজনীন মানবাধিকার অর্জনে মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কী?

সর্বজনীন মানবাধিকার কী?

পৃথিবীতে নানা রকমের মানুষ আছে। নানা ধর্মেও, নানা বর্ণের। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তারা কথা বলে। কিন্তু মানুষ হিসেবে তারা এক। সারা পৃথিবীর সব মানুষ মিলে একটি পরিবার। তার নাম মানব পরিবার। সেই মানব পরিবারের সদস্য বা মানুষ হিসেবে আমাদের কতগুলো অধিকার রয়েছে। এইসব অধিকারকে বলা হয় সর্বজনীন মানবাধিকার। এই অধিকারগুলো মানুষের জন্মগত। শুধু মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সকল দেশের, সকল ধর্মের, সকল বর্ণের সকল ভাষার সব মানুষ এই অধিকারগুলি দাবি করতে পারে।

সর্বজনীন মানবাধিকার আইনগত কোন ভিত্তি আছে কি?

অবশ্যই আছে।

প্রথমত, এই অধিকারগুলোর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সংবিধানেও এইসব অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে।

'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' কী?

'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' হচ্ছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক একটি ঐতিহাসিক দলিল। এই ঘোষণাপত্রে মোট ৩০টি ধারা আছে। এতে সেইসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে- যা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

এই ঘোষণাপত্র কখন গৃহীত হয়?

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ কি এই ঘোষণাপত্র মেনে চলতে বাধ্য?

বাংলাদেশসহ এই সনদে স্বাক্ষরদানকারী জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ মানবাধিকারের এই সর্বজনীন ঘোষণাপত্র মেনে চলতে বাধ্য।

ধারা-১

'সকল মানুষই (শৃঙ্খলহীন) স্বাধীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা সকলেই বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী। অতএব, তাদের একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা উচিত।'

এই ধারাটিতে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- জন্মগতভাবে সকল মানুষ স্বাধীন এবং তাদের প্রত্যেকের মর্যাদা ও অধিকার সমান।
- প্রত্যেক মানুষেরই বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা রয়েছে।
- একে অন্যের প্রতি বন্ধুর মতো আচরণ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

ধারা-২

'যে কোন প্রকার পার্থক্য, যেমন: জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য কোন মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকলেই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত সকল অধিকারের অংশীদার। অধিকিন্তু, কোন ব্যাক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, স্বশাসিত নয় অথবা অন্য কোন প্রকারে সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, সর্বজননীন মানবাধিকারের সুফল লাভে সে ব্যাক্তির ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা চলবে না: তার রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদা যা-ই থাকুক না কেন।'

এই ধারায় বলা হয়েছে:

- পৃথিবীর সকল অঞ্চলের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল মতের, সকল ভাষার, সাদা-কালো, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকল মানুষই মানবাধিকারে সর্বজনীর ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকারগুলো পাবেন।
- কোন অজহাতেই সর্বজনীন মানবাধিকারের সুফল পাওয়া থেকে কাউকে বঞ্চিত করা কিংবা মানুষে-মানুষে কোন প্রকার বৈষম্য করা চলবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ক) আমাদের সংবিধানেও এই অধিকারগুলি নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৬ থেকে ৪৫৪ অনুচ্ছেদে তা 'মৌলিক অধিকার' শিরোনামেতুলে ধরা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক এই ধারাটির সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে সমূহের অনেক মিল খুঁজে পাবেন।

খ) ইংরেজী Trust শব্দটির বাংলা হিসেবে 'অছিভুক্ত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 'অছিভুক্ত' বলতে সাময়িকভাবে বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্য কোন রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রয়েছে এমন দেশ বা ভূখন্ডকে বোঝানো হয়েছে।

ধারা-৩

'প্রত্যেকেরই জীবন-ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।'

এই ধারাটিতে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

এর অর্থ হচ্ছে:

- প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার এবং সকল বিপদ-আপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাদের সংবিধানেও এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।'

ধারা-৪

'কাউকে দাস হিসেবে কিংবা দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।'

এই ধারাটিতে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- কোন মানুষকে দাস হিসেবে বেচাকেনা করা করা, ব্যবহার করা কিংবা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা আইনত: অপরাধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

বাংলাসহ প্রচীন মধ্যযুগের প্রায় সব শাসন ব্যবস্থাতেই দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। সেই সময়ে গবাদি পশুর ন্যায় মানুষকেও বেচাকেনা করা হতো। একটি অনুমোদিত সামাজিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হলেও এটি ছিল মানুষের জন্য চরম অসম্মানজনক একটি প্রথা। ফলে পৃথিবীর দেশে দেশে এর বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। দাস প্রথার বিরুদ্ধে অসাধারণ কিছু বইও লিখিত হয়। তৈরি হয় সিনেমা ও নাটক। 'স্পার্টাকাস' এবং 'রুটস' এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে যুগান্তকারী এই ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে জাতিসংঘ দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে তার আগেই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা দাসপ্রথা থেকে মুক্ত হয়।

ধারা-৫

'কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ করা কিংবা কাউকে নির্যাতন করা বা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা চলবে না।'

এই ধারাটিতে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- কোন মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অসম্মানজনক আচরণ করা যাবে না।
- কোন মানুষকে শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না।
- কাউকে অন্যায়ভাবে বা জোরপূর্বক শাস্তি দেওয়া যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাদের সংবিধানেও মানুষের প্রতি সকল বেআইনী কার্যকলাপকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৩১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

ধারা-৬

'আইনের কাছে প্রত্যেকেরই সর্বত্র মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।'

এই ধারায় বলা হয়েছে:

- আইনের কাছে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রত্যেকেরই একমাত্র পরিচয় হচ্ছে মানুষ। প্রত্যেকেরই মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ, ভাষা, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি কোন অজুহাতেই এই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

এই ধারায় যা বলা হয়েছে আমাদের সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ও ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদেও তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। বিশেষ করে, ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'

ধারা-৭

'আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোন রকম বৈষম্য ছাড়া সকলেরই আইনের আশ্রয়ে সমানভাবে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সকলেরই এই ঘোষণাপত্রের পরিপন্থী যে কোন রকম বৈষম্য বা বৈষম্যের উস্কানি থেকে রক্ষা পাওয়ার সমান অধিকার আছে।'

এই ধারায় বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- আইনের কাছে পৃথিবীর সব মানুষ সমান।
- জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ, ভাষা, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র যাই হোক না কেন সব মানুষ আইনের সমান আশ্রয় পাবে।
- সর্বজনীন মানবাধিকারের ক্ষেত্রে যদি কোন রকম বৈষম্য করা হয় কিংবা বৈষম্যের উস্কানি দেওয়া হয় তাহলে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার সমান অধিকার রয়েছে সকল মানুষের।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাদের সংবিধানের ২৭, ২৮, ৩১ ও ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদেও একই কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে, সংবিধানের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

ধারা-৮

'কোন কাজের ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘিত হলে তার জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের কাছ থেকে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।'

এই ধারায় বলা হয়েছে:

- বিভিন্ন দেশের সংবিধানে বা আইনে মানুষকে কতগুলি মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোন কারণে এই অধিকারগুলি লঙ্ঘিত হলে প্রত্যেক মানুষেরই নিজ নিজ দেশের যে-কোন উপযুক্ত আদালতে (যেমন- হাইকোর্ট) বিচার চাওয়ার এবং ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
আমাদের সংবিধানেও অনুরূপ অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ৪৪(১) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ (মৌলিক অধিকার) বলবৎ করিবার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।' উল্লেখ্য যে, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করে থাকে।

ধারা-৯

'কাউকে খেয়াল-খুশিমতো গ্রেফতার বা আটক করে অথবা নির্বাসন দেওয়া যাবে না।'

এই ধারায় বলা হয়েছে:

- কোন দেশের সরকার বা সরকারের কোন বাহিনী নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কোন মানুষকে গ্রেফতার বা আটক করতে পারবে না কিংবা কাউকে নির্বাসনে পাঠাতে পারবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাদের সংবিধানের ৩১, ৩২, ও ৩৩ অনুচ্ছেদেও অনুরূপ অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে, ৩১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।'

ধারা-১০

'নিজের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং নিজের বিরুদ্ধে আনা যেকোন ফৌজদারী অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের কজন্য প্রত্যেকেরই পূর্ণসমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে।'

এই ধারায় যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে :

- কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী অভিযোগ আনা হলে উক্ত ব্যক্তির স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার- আদালতে কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই প্রকাশ্যে শুনানির মাধ্যমে ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- নিজের অধিকার ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে কোন প্রকার সংশয় বা জটিলতার সৃষ্টি হলে তা নিরসনের জন্য প্রত্যেকেই আদালতের আশ্রয় নিতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

আমাদের সংবিধানের ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদেও এই অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। লক্ষণীয়, ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হয়েছে, 'ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইবুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।'

ধারা-১১

ক. 'কেউ কোন দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে সে এমন কোন প্রকাশ্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারে যেখানে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা পাবে। এই আদালত যতক্ষণ তাকে আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দোষ বলে বিবেচিত হবার অধিকার আছে।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- কোন ব্যক্তি কোন দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে তিনি ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা রয়েছে এমন কোন প্রকাশ্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারবেন।
- সেই আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি নির্দোষ বলে বিবেচিত হবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

আমাদের সংবিধানের ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। বিশেষ করে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হয়েছে: 'ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হইবেন।'

খ. 'কাউকেই কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না, যদি সেই কাজটি করবার সময় তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দণ্ডযোগ্য অপরাধ করবার সময়ে আইন অনুযায়ী যতটুকু শাস্তি দেয়া যেত তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ করা চলবে না।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- অতীতের কোন কাজ বা ভুলের জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না যদি সেই কাজটি করার সময়ে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তা দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে।
- কেউ দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সেই অপরাধ যখন করা হয় তখন যতটুকু শাস্তি দেয়া যেত তার চেয়ে বেশি শাস্তি দেয়া যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ৩৫ অনুচ্ছেদেও একই কথা বলা হয়েছে। বিশেষভাবে এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বলা হয়েছে, 'অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ- সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না ।'

ধারা-১২

'কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কিংবা তাঁর গৃহ, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল- খুশিমতো হস্তক্ষেপ কিংবা তাঁর সম্মান ও সুনামের ওপর আঘাত করা চলবে না। এ ধরনের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।'

এই ধারায় যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে :

- ইচ্ছাকৃতভাবে বা জেনেশুনে কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ করা যাবে না।
- কারো বসতবাড়ি, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।
- ইচ্ছাকৃতভাবে বা জেনেশুনে কারো সম্মান ও সুনামহানি করা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদেও অনুরূপ অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং 'চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।'

ধারা-১৩

ক. 'নিজ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।'

খ. 'প্রত্যেকেরই নিজের দেশসহ যে - কোন দেশ ছেড়ে যাবার এবং স্ব-দেশে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার রয়েছে।'

এই ধারায় বলা হয়েছে:

- প্রত্যেক মানুষই নিজ দেশের সীমানার মধ্যে বিনা বাধায় চলাফেরা ও বসবাস করতে পারবে।
- প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছামতো নিজের দেশ বা যে- কোন দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যেতে পারবে এবং পুনরায় নিজ দেশে ফিরে আসতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :
বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ৩৬ নম্বর অনুচ্ছেদেও এই অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ' জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা- নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।'

ধারা-১৪

ক. 'নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং আশ্রয় লাভ করবার অধিকার রয়েছে।'

খ. 'অরাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে কিংবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থী কার্যকলাপের ফলে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই আশ্রয় লাভের অধিকার নাও পাওয়া যেতে পারে।'

এই ধারায় বলা হয়েছে:

- রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য যে- কোন ব্যক্তির অন্যান্য দেশে আশ্রয় চাওয়ার এবং আশ্রয় পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন অপরাধ কিংবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থী কাজের জন্য কেউ যদি কোন প্রকার নির্যাতনের শিকার হয় সে-ক্ষেত্রে অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া বা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

পৃথিবীর অনেক দেশেই এ ধরনের নির্যাতনের দৃষ্টান্ত এখনও কম নয়। নানা কারণে নিরপরাধ মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়। যেমন, কোথাও রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন মত পোষণের কারণে নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে; কোথাও নিছক ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ ধরনের নির্যাতনের ক্ষেত্রে অন্য দেশে আশ্রয় চাওয়া ও পাওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে এই ধারায়। অন্যদিকে, এ ধরণের নির্যাতন কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে থাকে। তাদের ক্ষেত্রে এই ধারাটি প্রযোজ্য হবে না।

ধারা-১৫

ক. 'প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।'

খ. 'কাউকে যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত কা যাবে না। আবার কেউ তার জাতীয়তা পরিবর্তন করতে চাইলে তার সেই অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।'

এই ধারায় যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে :

- একজন ব্যক্তির একাধিক পরিচয় থাকতে পারে। যেমন, ধর্মীয় পরিচয়, জাতিগত পরিচয়, জাতীয়তার পরিচয়, বংশ বা গোষ্ঠীগত পরিচয় ইত্যাদি। এরমধ্যে প্রধান পরিচয় হচ্ছে তার জাতীয়তা। এখানে জাতীয়তা বলতে নাগরিকত্বের পরিচয়কে বোঝানো হয়েছে। তাই জাতীয়তা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য একটি অধিকার।
- কোন ব্যক্তিকে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- জাতীয়তা পরিবর্তন করা যায়। প্রত্যেক মানুষের জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার রয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের নাগরিক ইংল্যান্ড বা আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়ে সে- সব দেশের জাতীয়তা গ্রহণ করতে পারে।

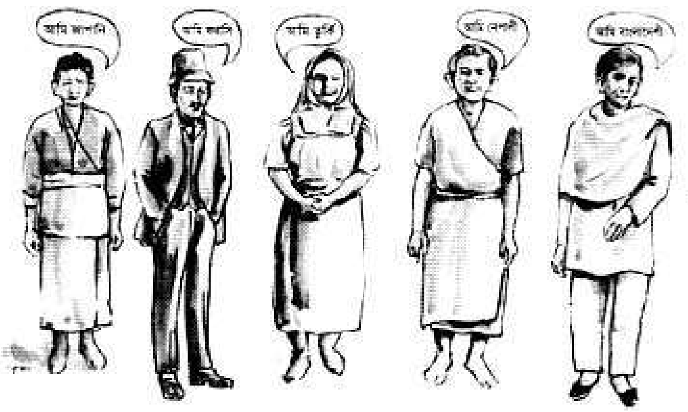

ধারা-১৬

ক. 'পূর্ণ-বয়স্ক নারী ও পুরুষের জাতিগত বাধা, জাতীয়তার বাধা অথবা ধর্মের বাধা ছাড়াই বিবাহ করার ও পরিবার গঠন করার অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের সম-অধিকার রয়েছে।'

খ. ' কেবলমাত্র বিবাহ- ইচ্ছুক পাত্র- পাত্রী পরস্পরের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।'

গ.'পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক গোষ্ঠী অতএব, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে পরিবারের।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- প্রাপ্তবয়স্ক নারী- পুরুষ নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বাধীনভাবে বিয়ে করতে পারবে। এক্ষেত্রে জাতি, দেশ ও ধর্ম কোনভাবে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।
- বিবাহ- সম্পর্কিত ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ- বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান।
- অনেক পরিবার মিলে সমাজ গঠিত হয়। পরিবারই হচ্ছে সমাজের ভিত্তি। তাই পরিবারকে রক্ষা করা এবং নিরাপত্তা দেওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ ' মৌলিক অধিকার' অংশে এ- ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না থাকলেও এ-ভাগের ২৭ ও ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদে এ অধিকারের পরোক্ষ স্বীকৃতি রয়েছে। বিশেষ করে ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদের (২) দফায় বলা হয়েছে, ' রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকর লাভ করিবেন।'

ধারা-১৭

ক. 'প্রত্যেকেরই একা অথবা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।'

খ. 'কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল- খুশিমতো বঞ্চিত করা চলবে না।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- প্রত্যেক মানুষ এককভাবে অথবা অন্যদের সঙ্গে মিলে সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন।
- বেআইনিভাবে বা জোর করে কাউকে তার সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ বা বঞ্চিত করা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ৪২ নম্বর অনুচ্ছেদেও এই অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বলা হয়েছে, 'আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা- নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন , ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি- ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।'

ধারা-১৮

'প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতাও রয়েছে প্রত্যেকের। একা অথবা অপরের সহযোগিতায়, প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান ও প্রচার করার স্বাধীনতাও এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। এছাড়াও প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজ বিশ্বাস ও ধর্ম, উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার অধিকার।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- প্রত্যেক মানুষ নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবে এবং নিজের বিচার- বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
- প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম পালন, প্রচার- এমনকি পরিবর্তনও করতে পারবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

আমাদের সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার এবং ৪১ নম্বর অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) দফায় বলা হয়েছে, 'চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।' এ ছাড়া ৪১ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) এর (ক) দফায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।'

ধারা-১৯

'প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যে কোন উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানাবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- প্রত্যেকেই বিনা বাধায় স্বাধীনভাবে যে - কোন মতামত পোষণ ও প্রকাশ করতে পারবেন।
- প্রত্যেকেই যে- কোন মাধ্যমে যে- কোন দেশের তথ্য ও মতামত অনুন্ধান ও সংগ্রহ করতে পারবে এবং তা অন্যকে জানাতে পারবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমাদের সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে এই অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। একই সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতারও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে। এই অনুচ্ছেদের (২) এর (ক) ও (খ) দফায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।'

ধারা-২০

ক. 'প্রত্যেকেই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হবার অধিকার আছে।'

খ. 'কাউকেই কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- প্রত্যেক মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে সভা- সমাবেশে অংশগ্রহণ এবং সমিতি গঠন করার অধিকার আছে।
- নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে কোন সমিতি, সংগঠন বা দলে যোগ দিতে বাধ্য করা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
আমাদের সংবিধানের ৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদে সমাবেশের স্বাধীনতার এবং ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয় ৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা- নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।' এবং ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা- নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।'

ধারা-২১

ক. 'প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

খ. 'প্রত্যেকেরই নিজ দেশে সরকারি চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- প্রত্যেক মানুষেরই নিজ দেশের সকল পর্যায়ের (স্থানীয় সরকার, জাতীয় সংসদ প্রভৃতি) সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। তারা সরাসরি অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারে অংশ নিতে পারে।
- নিজের দেশে সরকারি চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে সমান সুযোগ পাবে।এ-ক্ষেত্রে ধর্মের কারণ, জাতিগত কারণে, লিঙ্গের কারণে কিংবা অন্য কোন অজুহাতে কোন প্রকার বৈষম্য করা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

সরকারে অংশগ্রহণের বিষয়টি আমাদের সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত না হলেও আমাদের সংবিধানের মূল নির্দেশনাও তাই। লক্ষণীয় যে, ৭ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) দফায় বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' এবং ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

আমাদের সংবিধানের ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বলা হয়েছে, ' প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা থাকিবে।'

ধারা-২১

গ. 'জনগণে ইচ্ছাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি। এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে। গোপন ব্যালট অথবা সমপর্যায়ের কোন অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

- জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী সরকারে সকল কাজ পরিচালিত হবে।
- জনগণ সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের পছন্দমতো সরকার বিচিত করবে।
- সকলের সমান ভোটাধিকার থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাদের সংবিধানের মূল নির্দেশনাও তাই। লক্ষণীয় যে, ৭ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) দফায় বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' এবং ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

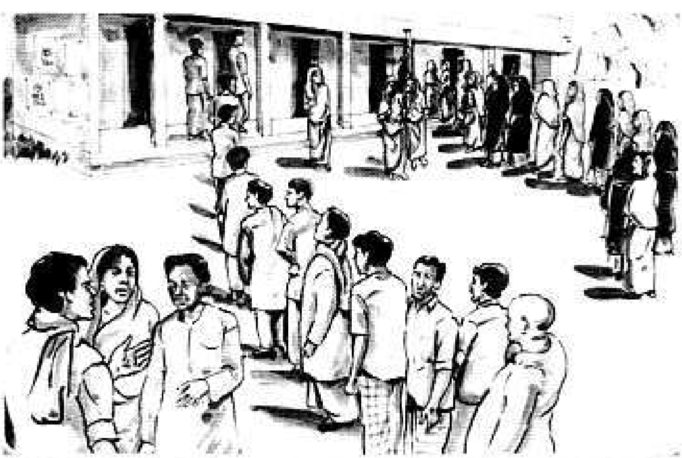

ধারা-২২

'সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। নিজ রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুযায়ী প্রত্যেকেই তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো আদায় করতে পারবে। এ জন্য জাতীয় প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেও অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই যথাযথ সামাজিক নিরাপত্তা অর্থাৎ উপযুক্ত কাজ বা ভাতা এবং শিক্ষা- চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের বা সরকারের।
- প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাষ্ট্র বা সরকারের কাছে সামাজিক নিরাপত্তা দাবি করতে পারেন। সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রত্যেক মানুষেরই আন্তর্জাতিক সহায়তা চাওয়ার ও পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের (রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতি) ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে এই অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। এ অনুচ্ছেদের (ক),(খ),(গ) ও (ঘ) দফায় বিশদভাবে তা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে (ঘ) দফায় প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক নিরপত্তার অধিকার স্বীকার করে নিয়ে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে, 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার , অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার।'

ধারা-২৩

ক. 'প্রত্যেকেরই কাজ করার ও স্বাধীনভাবে চাকুরি নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ লাভ করবার এবং বেকারত্ব থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকারও আছে প্রত্যেকের।'

খ. 'প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার আছে।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- প্রত্যেক মানুষের কাজ করার এবং কাজের নিশ্চয়তা লাভের অধিকার রয়েছে।
- প্রত্যেক মানুষের নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজ বা চাকুরি বাছাই করার অধিকার রয়েছে।
- কাজ করার জন্য প্রত্যেক মানুষেই সকল প্রকার বৈষম্যমুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- প্রত্যেক মানুষেরই কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই সমান কাজের জন্য সমান বেতন- ভাতা বা মজুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

আমাদের সংবিধানের ৪০ নম্বর অনুচ্ছেদে 'পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা' এবং ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে 'সরকারি চাকুরিতে নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা' নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যত্র ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে 'যুক্তিসঙ্গত মজুরির কথা বলা হয়েছে।

ধারা-২৩

গ. 'প্রত্যেক কর্মী তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষা করবার মতো ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী। প্রয়োজনবোধে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ-অধিকার পরিবর্ধিত করা যেতে পারে।

ঘ. 'প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন এবং এতে যোগাদানের অধিকার রয়েছে।

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- প্রত্যেক কর্মীর পবিারের সদস্যদের নিয়ে মানুষ হিসেবে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রত্যেকে কর্মীই শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে এবং সেখানে যোগ দিতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

আমাদের সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে ' সংগঠনের স্বাধীনতা' নিশ্চিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে: 'জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ -সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

ধারা-২৪

'প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার রয়েছে। কার্য সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ সাময়িক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (আইএলও) সনদ অনুযায়ী একজন মানুষের দৈনিক সর্বোচ্চ ৮ ঘন্টা কাজ করা উচিত।
- প্রত্যেক মানুষেরই আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত কর্মঘন্টার অতিরিক্ত সময় কাজ না করার এবং বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের জন্য বেতনসহ সাময়িক ছুটি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ অনুচ্ছেদের (গ) দফায় সুনির্দিষ্টভাবে 'যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকারের' স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ধারা-২৫

ক. 'নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য উপযুক্ত জীবনযাত্রার মানের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কাজের সুবিধা লাভের অধিকারও এই সঙ্গেই প্রত্যেকের প্রাপ্য। বেকারত্ব, পীড়া. অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবনযাপনে অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভ এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- প্রত্যেক মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সামাজিক সেবাসমূহের সুবিধা লাভের অধিকার রয়েছে।
- বেকারত্ব, অসুস্থতা বা অন্য যে- কোন কারণে কেউ জীবন চালাতে না পারলে কিংবা কারো জীবন- জীবিকা অচল হয়ে পড়লে তাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ সকল প্রকার নিরাপত্তা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাদের সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচেছদে উপরে উল্লিখিত অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।'মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা' শীর্ষক এই অনুচ্ছেদের (ক), (খ), (গ), ও (ঘ) দফাসমূহে তা বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব প্রসঙ্গে (ক) দফায় ' অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা'র কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া (ঘ) দফায় ' সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার' এর কথা বলা হয়েছে।

ধারা-২৫

খ.'মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে- শিশুর জন্ম বৈবাহিক বন্ধনের ফলেই হোক বা বৈবাহিক বন্ধন ছাড়াই হোক না কেন।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

- মা ও শিশুদের বিশেষভাবে যত্ন ও সহায়তা করা সকল রাষ্ট্র/ সরকারের দায়িত্ব।
- শিশুরা ফুলের মতো নিষ্পাপ। যেভাবেই জন্ম হোক না কেন কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই সকল শিশু একই ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা পাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

১৯৮৯ সালের ২০ শে নভেম্বর গৃহীত জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে আরও বিশদভাবে এই অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ এ সনদে স্বাক্ষর করেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ৩১ নম্বর অনুচ্ছেদেও সব ধরণের বৈষম্য থেকে শিশু ও অন্যদের নিরাপত্তা বিধানের সাধারণ নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে।

ধারা-২৬

ক. 'প্রত্যেকেই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাতে সর্বসাধারণ লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা মেধারভিত্তিতে সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- শিক্ষা একটি অধিকার। সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।
- প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক । সরকারকে বিনা বেতনে প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকলের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।
- উচ্চতর শিক্ষাও মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাদের সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে' একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার' এবং 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক- বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের' অঙ্গীকার করা হয়েছে।

ধারা-২৬

খ. 'ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। শিক্ষা সকল জাতি, বর্ণ, ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে এবং শান্তি রক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে, প্রথমত, ভবিষ্যত নাগরিকদেরকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন খাঁটি মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা-যাতে তারা সর্বজনীন মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারগুলোকে শ্রদ্ধা করে এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে;
- দ্বিতীয়ত, সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকর সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সহায়তা করা।

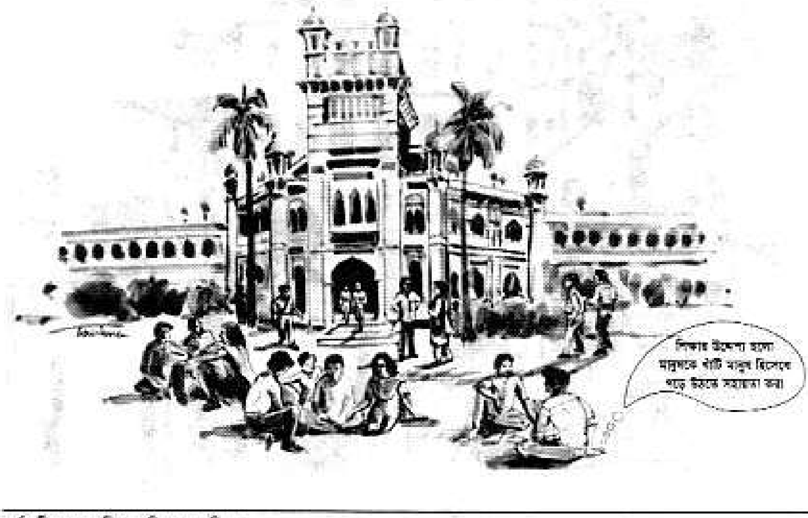

গ. 'পিতা- মাতারা তাদের সন্তানদের কোন ধরনের শিক্ষা দিতে চান, তা আগে থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার সকল পিতা- মাতার রয়েছে।

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

- সন্তানের জন্য নিজেদের ইচ্ছা বা পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষা পদ্ধতি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাবা- মার অধিকার সবার আগে। বাবা- মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তানের ওপর কোন ধরনের শিক্ষা নীতি, পদ্ধতি কিংবা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

ধারা-২৭

ক. 'প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ করা, শিল্পকলা উপভোগ করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলগুলোর অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- প্রত্যেক মানুষ অবাধে নিজ নিজ গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতির সকল প্রকার সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারবেন।
- প্রত্যেকেই সকল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং তার সুফলগুলোর অংশীদার হতে পারবেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যা- কিছুই আবিস্কৃত বা উদ্ভাবিত হোক না কেন তার ওপর সকলের সমান অধিকার থাকবে।

ধারা-২৭

খ. ‘বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলাভিত্তিক নিজের যে- কোন সৃজনশীল কাজের ফলে উদ্ভূত নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে প্রত্যেক লেখক - শিল্পীর’।

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক অথবা নিজের অন্য যে - কোন সৃজনশীল কাজের স্বত্ব বা মালিকানা রক্ষা করার অধিকার রয়েছে প্রত্যেক মানুষের। অর্থাৎ কেউ যদি কোন কিছু আবিষ্কার, উদ্ভাবন বা তৈরি করেন তা থেকে যতো ধরণের সুফল পাওয়া যাবে তা উক্ত লেখক- শিল্পী বা আবিষ্কারকের প্রাপ্য হবে।

ধারা-২৮

'প্রত্যেকেই এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকারী যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পুরোপুরি আদায় করার উপযোগী একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পাওয়ার অধিকার রয়েছে প্রত্যেক মানুষের।
- এখানে সামাজিক অবস্থা বলতে নিজ নিজ দেশের সার্বিক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দেশের শাসন ব্যবস্থাকে অবশ্যই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
- আর্ন্তজাতিক ব্যবস্থা বলতে জাতিংঘসহ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থার ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সব সংস্থার ভূমিকা হতে হবে সর্বজনীন মাবাধিকার ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

ধারা-২৯

ক. 'সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে। এই কর্তব্যগুলো পালনের মাধ্যমেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।'

খ. 'নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবার সময় এ কথা প্রত্যেকেরই মনে রাখতে হবে যে, তাতে যেন অপরের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি কোনরূপ অস্বীকৃতি বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ না পায়। অধিকন্তু, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আইন মান্য করেই প্রত্যেকে তার অধিকার ও স্বাধীনতার প্রয়োগ করতে পারবে।'

গ. 'জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থী কোন উপায়ে এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করা যাবে না।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- ব্যক্তি হিসেবে মানুষের যেমন নানা রকম অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে, তেমনি সমাজের সদস্য হিসেবে সমাজের প্রতি তার অবশ্য পালনীয় কিছু কর্তব্যও রয়েছে।
- প্রত্যেকেই নিজের অধিকার ও স্বাধীনত ভোগ করবেন। তবে এতে অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা যাতে কোনভাবে ক্ষুন্ন না হয় সেটা সব সময়ে মনে রাখতে হবে।
- সকলের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি ও সম্মানই হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি। গণতান্ত্রিক সমাজের নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আইন ও সংস্কৃতি রয়েছে। সর্বসাধারণের কল্যাণের স্বার্থে প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে সেগুলো আন্তরিকভাবে মেনে চলা।

ধারা-৩০

'এই ঘোষণায় উল্লিখিত কোন বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া চলবে না। এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার আছে - এ রকম ধারণা করবার মত কোন ব্যাখ্যা দেওয়া চলবে না।'

এই ধারায় বলা হয়েছে :

- মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যমূলক, বিকৃত বা ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না।
- কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তিবিশেষ কোন অজুহাতেই এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না।

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক : মিনার মনসুর; **সদস্য :** রেজাউল করিম চৌধুরী, আমিনুর রসুল বাবুল, বরকত উল্লাহ্ মারুফ, মোহাম্মদ জাকারিয়া ও নুরন্নবী আলম মাসুদ

প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, নোয়াখালী

প্রকাশক

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

বাড়ি # ০৫, সড়ক # ৩০, হাউজিং এস্টেট, মাইজদী, নোয়াখালী।

ফোন : ০৩২১ ৬১৯২০, ৬২২৩৬, ০১৭২৭২৩১৭২২

ই-মেইল : info@pran-bd.org, ওয়েব সাইট: www.pran-bd.org

সচিত্রকরণ : কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দাম : দশ টাকা

'সব মানুষের সম-অধিকার/সর্বজনীন মানবাধিকার' শীর্ষক এই পুস্তিকাটি আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্ট- আরএফডিসি / ডানিডা'র সহায়তায় 'সম্পদহানি রোধে কার্যকর কৌশল অনুসন্ধান' কর্মগবেষণার আওতায় প্রকাশিত। পুস্তিকাটি সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান থেকে ২০০৬ সালে প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।